ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1301- 1308
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.349

ঈশ্বরসৃষ্ট কাল ও মানবচেতনার কাল: মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইনের সময়তত্ত্বের দ্বৈত ব্যাখ্যা

সুব্রত ক্ষেত্রী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The nature of time has long been one of the most fundamental questions in human thought. While our ordinary experience assumes time as self-evident, philosophical inquiry has critically examined its nature, existence, and structure. Medieval philosophers, Augustine offered a profound analysis of time in his works On Genesis (389) and Confessions (397), especially in Book XI. Augustine presents two complementary perspectives on time. In *On Genesis*, he developed a cosmological and objective account of time. According to this view, time is a creation of God and began simultaneously with the creation of the world. God is eternal, changeless, and exists outside time; therefore, asking what God was doing "before" creation is meaningless because time itself did not exist prior to creation.

In *Confessions* (Book XI), Augustine saws a psychological or subjective interpretation of time. He argues that time is closely related to human consciousness and is experienced through mental processes. The past is known through memory, the present through immediate perception, and the future through expectation. Thus, time is not simply an external reality but also a phenomenon experienced within the human mind. Augustine's analysis reveals a tension between these two perspectives—time as an objective creation of God and time as a subjective experience of human consciousness. By integrating cosmological and psychological approaches, Augustine provides a unique and influential framework for understanding the nature of time in medieval philosophy.

Keywords: Augustine, Time, Objective Time, Subjective Time, Human Consciousness

সময়ের প্রকৃতি মানবচিন্তার এক প্রাচীন ও মৌলিক প্রশ্ন। আমরা বস্তু ও ঘটনার মধ্যে 'আগে–পরে', 'একই সময়ে' ইত্যাদি কালিক সম্পর্কের মাধ্যমে সময়কে অনুভব ও পরিমাপ করি। ঘটনার ক্রমবিন্যাস থেকেই সময়ের ধারণা গঠিত হয়, যা সকল অভিজ্ঞতার এক সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষ সময়কে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলেও দার্শনিকরা তা বিনা বিচারে গ্রহণ করেননি; বরং সময়ের স্বরূপ, অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ অভিজ্ঞতায় মনে হয়, সব ঘটনা কোনো না কোনো সময়ে ঘটে এবং সময় ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কাল অনাদি–অনন্ত, সর্বব্যাপী এবং সব কিছুর আশ্রয়; সেকেন্ড, মিনিট, বছর ইত্যাদি কালের প্রকৃত অংশ নয়, বরং পরিমাপের উপায় মাত্র। আমরা ঘড়ি, ক্যালেন্ডার বা নিয়মিত ঘটনার মাধ্যমে সময় পরিমাপ করি। কিন্তু

দার্শনিক বিশ্লেষণে এই ধারণায় সমস্যা দেখা দেয়। কালকে অসীম ও পরম দ্রব্য বলা হলেও তা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। আবার কাল প্রগতিশীল এবং আমাদের চেতনা তাকে অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত করে। এই তিনটি অংশ একসঙ্গে থাকতে পারে না; তাই কালকে একই সঙ্গে অসীম ও গতিশীল বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃত অর্থে কেবল বর্তমানই বিদ্যমান— অতীত আর নেই, ভবিষ্যৎ এখনও আসেনি। তবে বর্তমানের নিজস্ব স্থায়িত্ব বা সত্তা কতখানি, সেটিই মূল দার্শনিক সমস্যা।

মধ্যযুগীয় দার্শনিক অগাস্টাইন তাঁর On Genesis (389) এবং Confessions(397) Book XI-এ কালের ধারণা আলোচনা করেছেন। On Genesis-এ তিনি বিশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলেন, ঈশ্বর চিরন্তন, কালিকহীন ও পরিবর্তনহীন; তিনি কোনো পূর্বস্থিত উপাদান ছাড়াই (ex nihilo) জগত সৃষ্টি করেছেন। উপাদানগুলো শাশ্বত নয়, তাই ঈশ্বরই জগতের একমাত্র স্রষ্টা। ঈশ্বর কালের মধ্যে নন; বরং কাল ও জগত একসঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে— অর্থাৎ সময়ের সূচনা হয়েছে সৃষ্টির সঙ্গে। Confessions (Book XI)-এ তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে সময় মূলত মানবচেতনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। শাশ্বত মানে কালের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া নয়, বরং কালের বাইরে অবস্থান করা; শাশ্বতে অতীত-ভবিষ্যৎ নেই, সবই এক চিরবর্তমান। ঈশ্বর জগত সৃষ্টির আগে কী করছিলেন— এ ধরনের প্রশ্নকে অগাস্টিন অযৌক্তিক বলেন, কারণ সৃষ্টি-পূর্বে কালই ছিল না। তাই 'সৃষ্টির আগে' কথাটিই অর্থহীন। ঈশ্বর পরিবর্তনহীন, আর জগত ও কাল পরিবর্তনশীল—এই ভেদই তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্য। অগাস্টাইন কালের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "What then is time? If no one asks me, I know, if I want to explain it to a questioner, I do not know" (Augustine 2006, P. 242). "যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কাল কি? আমি জানি কাল কি কিন্তু প্রশ্ন কারকের কাছে যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তখন কাল কি তা আমি জানি না।"

সেন্ট অগাস্টাইন কালের বিষয়ে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন। On Genesis-এ তিনি কালের বিষয়গত (objective) ব্যাখ্যা করেছেন, আর Confessions (Book XI)-এ কালের মনস্তাত্ত্বিক বা বিষয়ীগত (subjective) বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, মননির্ভরভাবে কালের তিনটি অংশ— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— বোঝা যায়। তবে বাস্তবে এদের অস্তিত্ব কীভাবে আছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্মৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতীতকে আমরা স্মৃতির মাধ্যমে, বর্তমানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এবং ভবিষ্যৎকে প্রত্যাশার মাধ্যমে উপলব্ধি করি। তাই সময়ের ধারণা লাভে স্মৃতি একটি মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অগাস্টাইন কালের বিষয়গত ও বিষয়ীগত যে দুটি অভিমত প্রদান করেছেন। সেই দুটি অভিমত অলোচনা করা হল:

১. কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্ট (Time is creature of God)।

২. কাল হল মানুষের চেতনাশ্রীত (Time is a phenomenon of human consciousness)।

কালের এই দ্বিবিধ আলোচনা কালের স্বরূপ বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। সেন্ট অগাস্টাইন প্রথমে On Genesis-এ কালের বিশ্বতাত্ত্বিক (objective) ব্যাখ্যা দেন, তিনি বলেন— কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জগত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কালের সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেন, তখন থেকেই সময়েরও আরম্ভ; তার আগে কোনো কাল ছিল না। এই অর্থেই তিনি কালকে ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন (Augustine, p. 282)। পরে Confessions (Book XI)-এ তিনি একই বিষয়কে গভীরতরভাবে, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন। কারণ, কালকে আমরা সব কিছু বোঝার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি; কিন্তু যদি

কালকেই আবার কাল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে যুক্তিগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাই তিনি কালের প্রকৃতি বোঝাতে চেয়েছেন একদিকে সৃষ্টিতত্ত্বের মাধ্যমে, অন্যদিকে মানবচেতনার অভিজ্ঞতার আলোকে।
অগাস্টিন কালের প্রথম যে অভিমত দিয়েছেন সেখানে ঈশ্বরের সৃষ্ট, কালের তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে সেগুলি হল-

অগাস্টিন তাঁর প্রথম অভিমত, (On Genesis) বলেন, কাল ঈশ্বরসৃষ্ট; তাই তা চিরন্তন নয়।

দ্বিতীয় অভিমত, কাল বিষয়মূলক অর্থে মানুষের চেতনার ওপর নির্ভরশীল নয় এবং বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়।

তৃতীয় অভিমত, কাল বস্তুর গতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু পুরোপুরি এক ও অভিন্ন নয়। পরবর্তীতে Confessions-এ তিনি কালের বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। এখানে কালকে মানুষের চেতনাশ্রিত বলে দেখানো হয়েছে— অর্থাৎ সময় মানুষের মনের মধ্যেই উপলব্ধ হয়। যদিও তিনি উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই স্বীকার করেছেন, Confessions-এ বিষয়ীগত ব্যাখ্যাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'Time is creature of God' অর্থাৎ কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্টি:

কালের বিষয়গত ব্যাখ্যায় (On Genesis) বলেন- 'Time is a creature of God' অর্থাৎ কাল হল ঈশ্বর সৃষ্ট অংশ। যে কাল মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বে অস্থিত্বশীল রূপে ছিল। কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। মানব চেতনার অতিরিক্ত ভাবে বাস্তব জগতে কাল অস্তিত্বশীল। কাল হল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এই জগতে কোনো মানুষ না থাকলেও কাল তার কালিক নিয়মে অতিবাহিত হতে থাকবে। এটি কালের বিষয়গত দিক।

অগাস্টাইন তাঁর The Confessions বইয়ে বলেছেন 'সেখানে কি কোনো কাল রয়েছে, যে কাল তুমি সৃষ্টি করনি? যদি তুমি সর্ব কালের স্রষ্টা হও আর যদি কাল অস্তিত্বশীল হয় তাহলে সেই কাল তোমার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তোমার কাল সৃষ্টির পূর্বে কোনো কাল অতিবাহিত হতে পারে না'। কাল অস্তিত্বশীল কারণ ঈশ্বর সেই কাল সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর ছাড়া কোন কালের অস্তিত্ব হতে পারে না। কালকে তিনি ঈশ্বরসৃষ্ট বলে উল্লেখ করেন। তবে জগতের মতো আলাদা কোনো সত্তা হিসেবে নয়; বরং জগত সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কালের সূচনা হয়েছে— এই অর্থে কাল সৃষ্ট। তাই কাল চিরন্তন নয়, এরও একটি শুরু আছে। Confessions-এ তিনি স্পষ্ট করেন যে কালের আগে কোনো কাল ছিল না। ফলে "জগত সৃষ্টির আগে ঈশ্বর কী করছিলেন?"— এই প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ সৃষ্টি-পূর্বে সময়ের অস্তিত্বই ছিল না। অতএব, এটি একটি প্রকারগত ভ্রান্তি (category mistake)।

মানুষের অস্তিত্বের পুর্বে সৃষ্ট কালের সুত্রপাত হয়েছিল। সৃষ্ট কাল কে বিষয়গত এই অর্থে বলা হয়েছে যে, কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। On Genesis গ্রন্থে অগাস্টিন বলেছেন- 'এটা নিশ্চিত যে ঈশ্বর জগত নির্মান করেছিলেন, জগত নির্মানের সাথেই কালের সুত্রপাত হয়েছিল'। সময়ের একটা শুরু আছে। আর সেই শুরুটা হয়েছিল যখন ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। যখন ঈশ্বর এই মহাবিশ্বকে নির্মান করেছিলেন তখন সেখানে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের পুর্বে কালের অস্তিত্ব ছিল। তিনি বলেছেন "কাল হল এমন যার সুত্রপাত হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকে আর মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল কাল সৃষ্টির সুত্রপাত থেকে আর উভই সৃষ্টি হয়েছিল ঈশ্বর থেকে" (Augustine 2002, p.282)। অন্য ভাবে যদি বলা যায়, মানুষের অস্তিত্ব থেকে কালের অস্তিত্ব আলাদা। মানুষের অস্তিত্ব কালের অস্তিত্ব থেকে আলাদা কারণ মানুষের অস্তিত্বের পূর্বে কালের অস্থিত্ব ছিল। অগাস্টিন এর যুক্তি গুলিকে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে বলা যেতে পারে-

১. ঈশ্বরই কালের স্রষ্টা।
২. কাল চিরন্তন বা শাশ্বত নয়।
৩. যখন ঈশ্বর শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই কালের সূত্রপাত হয়েছিল।
৪. যখন তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কিছুদিন পর মানুষের অস্তিত্ব হয়েছিল।
৫. সুতরাং কাল হল ঈশ্বরের সৃষ্টি যেটা মানুষের চেতনার পূর্বে অস্থিত্বশীল ছিল।
৬. অতএব মানুষের চেতনা থেকে কাল স্বতন্ত্র।

'Time, seen as a creature, began when the universe began'। অগাস্টিন Confessions-এ কালের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদিও কাল সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত, তা কোনো অপার্থিব বা ভৌত বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। কাল গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তার সমান নয়। এমনকি যদি সব বস্তুর গতি থেমেও যায়, তবুও কালের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে।
অগাস্টিনের যুক্তি গুলি এই ভাবে সাজানো যেতে পারে-

১. অপার্থিব জগতে যদি শুধূমাত্র একটি বস্তু গতিশীল থাকে তাহলে সেখানে কালের অস্তিত্ব থাকবে।
২. এটা বলা ঠিক হবে যে, সূর্যের গতিতে তাঁর নিজের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সূর্যের গতির ফলে সূর্যকে কম এবং বেশি দূরত্বে দেখায়।
৩. সূর্য যদি স্থির থাকে তাহলেও কাল অতিবাহিত হবে।
৪. সুতরাং অপার্থিব বস্তুর গতিশীলতা কিন্তু কাল নয়।

উপরের যুক্তি গুলি থেকে এটা বোঝা যায় যে, অগাস্টিনের কাল সম্পর্কিত আলোচনা বাইবেল গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত। অগাস্টিন বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি আলোচনায় কালের বিষয়গত দিককে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে কাল হল ঈশ্বর সৃষ্ট। ফলে সেই কাল চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। মানুষের অস্তিত্বের পূর্বে কালের অস্তিত্ব ছিল। কালের বিষয়গত দিক এই অর্থে বলা হচ্ছে যে কাল মানুষের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র্য। যে কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি যদি কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ভাবেও কাল অতিবাহিত হবে।

'Time is a phenomenon of human consciousness' অর্থাৎ কাল হল মানুষের চেতনাশ্রীত:
অগাস্টাইন Confessions-এ কালের বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'Time is a phenomenon of human consciousness'— অর্থাৎ কাল মানুষের চেতনাশ্রিত এবং মনের ওপর নির্ভরশীল। মননিরপেক্ষ বাস্তব জগতে কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; বরং সময় মানবচেতনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— এই তিন বিভাজনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। অগাস্টাইন কালের যে তিনটি বিন্যাস সম্পর্কে দাবি করেছেন সেগুলি হল–

১. অতীত আর নেই, ইহা ছিল।
২. ভবিষ্যৎ এখনো হয় নি, ইহা হবে।
৩. বর্তমানটি আছে কিন্তু তা স্থায়ী নয়, কেননা যদি স্থায়িত্ব থাকে তাহলে সেটি চিরস্থায়ী হবে। আর যদি সেটি চিরস্থায়ী হয় তাহলে সেটি বর্তমান হবে না।
৪. সময় হিসাবে বর্তমানের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তার চিরস্থায়ী প্রবাহিত হওয়ার উপর এবং চলে যাওয়ার উপর।
৫. সময় বা কালের সত্ত্বা নির্ভর করে তার অসত্ত্বার ওপর।

কালের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলেন, সময় সম্পূর্ণভাবে মানবমনের উপর নির্ভরশীল; মননিরপেক্ষভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ— এই ত্রিবিধ কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অতীত ছিল, ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে অতীতে পরিণত হয়, আর বর্তমানের নিজস্ব কোনো স্থায়িত্ব নেই— এটি মাত্রাহীন এক ক্ষণমাত্র। তাই বর্তমান স্থায়ী হলে তা অতীত ও ভবিষ্যতে বিভাজ্য হয়ে যাবে; এই কারণে তিনি 'বর্তমানের স্থায়িত্ব অস্বীকার করেন'।

এ প্রসঙ্গে অগাস্টাইন প্রশ্ন তোলেন: অতীত যদি আর না থাকে, তবে কীভাবে তার অস্তিত্ব বলা যায়? ভবিষ্যৎ যদি এখনও না আসে, তবে তাকে কীভাবে বাস্তব বলা যায়? এবং যদি অতীত-ভবিষ্যতের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে, তবে আমরা তাদের কীভাবে পরিমাপ করি? এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে তিনি সময়ের বিষয়ীগত প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। অগাস্টিন কালের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় স্মৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সময়ের অভিজ্ঞতা মূলত মনের মাধ্যমেই সম্ভব। অতীত আমাদের মনে থাকে স্মরণরূপে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে, আর বর্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে।

যেহেতু স্মৃতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং আমরা দৈনন্দিন জীবনে স্মৃতির উপর নির্ভরশীল, তাই অগাস্টাইন মনে করেন— কালের উপস্থিতি ও পরিমাপ মনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অতীত তখনই 'সৎ' বা অর্থপূর্ণ, যখন তা স্মৃতিরূপে আমাদের চেতনায় উপস্থিত থাকে। এই কারণেই তাঁর বিষয়ীগত তত্ত্বে স্মৃতি কালের ধারণা ব্যাখ্যার মূল উপাদান। অগাস্টাইন Book X এ বলেছেন 'আমি আমার স্মৃতিতে নিজের সাথে কথা বলতে পারি, আমার আমি কে স্মরন করতে পারি, কোথায় কখন কী করেছিলাম, তখন আমি কেমন মনের অবস্থায় ছিলাম, এগুলি আমি স্মরন করতে পারি, যেন সেগুলি আমার কাছে বর্তমানে উপস্থিত রয়েছে'। অগাস্টাইন- এর মতে, স্মৃতি হল অতীতের সঞ্চয়; অতীত সরাসরি বর্তমান নয়, বরং মনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থিত। তাই স্মৃতি ছাড়া অতীত সম্পর্কে কথা বলা যায় না। একইভাবে, ভবিষ্যৎও প্রত্যাশারূপে মনের মধ্যে বর্তমান থাকে(Augustine 2006, p.246-251)।

অতএব, সময় মানবচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অগাস্টাইন বলেন— কালের তিনটি রূপই 'বর্তমানে' বিদ্যমান: অতীত থাকে স্মৃতি হিসেবে, বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে, আর ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশা হিসেবে (Augustine2006, p. 246)। ফলে সময়ের বাস্তবতা মূলত মনের মধ্যেই নির্ধারিত। তাঁর মতে, কাল মানবচেতনার সাথে আপেক্ষিক। অতীত ও ভবিষ্যৎ কোনো মননিরপেক্ষ স্বাধীন বাস্তবতা নয়; এগুলি ব্যক্তির চেতনার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, আমি পাঁচ বছর আগের ঘটনা স্মরণ করি— এটি আমার স্মৃতিতে বর্তমান; অন্যদিকে স্টিফেন তার নিজস্ব অতীত স্মরণ করে, যা আমার অতীত থেকে ভিন্ন। একইভাবে ভবিষ্যৎও ব্যক্তিভেদে প্রত্যাশারূপে আলাদা হয়। যাইহোক, 'অতীত ও ভবিষ্যতের, মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবে কোনো বাস্তবতা নেই। বর্তমানের বস্তু অতীতে ও বর্তমানের বস্তু ভবিষ্যতে- মনের বাইরে তাদের কোনো বাস্তবতা নেই'।

অতএব, অতীত থাকে স্মৃতিরূপে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে, এবং বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে—এই তিন রূপই কেবল মনের মধ্যে অবস্থিত; বাহ্যজগতে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অগাস্টাইন কালের ব্যাখ্যায় দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন— বিষয়গত (objective) ও বিষয়ীগত/মনস্তাত্ত্বিক (subjective)। On Genesis-এ তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে কালের বিষয়গত দিক আলোচনা করেন; এখানে কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কালিক প্রবাহ (temporal passage) বিষয়ে বিশদ আলোচনা নেই। পরবর্তীতে Confessions-এ তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে কালের প্রবাহ বিশ্লেষণ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে সময়ের ধারণা মানবচেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এখানে তিনি বলেন, কালের অস্তিত্ব মনের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করা যায় না; বরং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— সবই ব্যক্তিচেতনাকেন্দ্রিক

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধরা পড়ে। তাই তাঁর আলোচনায় বিষয়ীগত বা মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দুটি গ্রন্থের মধ্যে কী কোনো স্ববিরোধীতা রয়েছে? অগাস্টাইন-এর দুই গ্রন্থ— On Genesis ও Confessions— এর মধ্যে প্রকৃত কোনো স্ববিরোধিতা নেই। প্রথম গ্রন্থে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের দৃষ্টিতে কালের বিষয়গত (objective) অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন, আর দ্বিতীয় গ্রন্থে অভিজ্ঞতার আলোকে কালের বিষয়ীগত (subjective) বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই উভয় গ্রন্থের আলোচনার আভিমুখ ভিন্ন, পরস্পরবিরোধী নয়। কালের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান, মনের উপর নির্ভর করেই সময়ের অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ বিন্যাস বোঝা যায়। তবে এই তিনটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে স্থায়ী সত্তা নয়; বরং অতীত স্মৃতিতে, বর্তমান প্রত্যক্ষে, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় বিদ্যমান। এই মানসিক উপস্থিতির মাধ্যমেই কালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

বর্তমান সমন্ধে বিবৃতি:

বর্তমানের স্থায়িত্ব কতক্ষণ? যদি বর্তমানের সর্বদা উপস্থিতি থাকে, তাহলে সেই উপস্থিতি কোথায় রয়েছে? বর্তমান যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সেই বর্তমানের বিদ্যমানতা কত দিন থাকবে? বর্তমান বছর কী তাহলে বর্তমান? বর্তমানে আমরা যে শতাব্দীতে বসবাস করছি, এটাই কি বর্তমান? না, কারণ শতাব্দীর যে প্রগতি সেই প্রগতির প্রায় শেষের দিকে থাকতে চলেছি। সেখানে কিছু কাল ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর কিছু কাল বা সময় এখনো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি, যেটা আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ রূপে আসবে। বর্তমানের কোনো বিস্তৃতি নেই, এর কোনো স্থায়িত্ব থাকতে পারে না (The present Is extensionless -i.e, it has no duration at all)। অগাস্টাইন বলেন, যদি সময়কে বিভাজ্য ধরা হয়, তবে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য এককটি থাকে সেটিই 'বর্তমান'। কিন্তু বর্তমানের কোনো স্থায়িত্ব নেই; কারণ তা যদি প্রসারিত হয়, তবে তা অতীত ও ভবিষ্যতে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাই বর্তমান এক ক্ষণমাত্র, যা সঙ্গে সঙ্গে অতীতে পরিণত হয়। এ কারণেই তিনি প্রশ্ন করেন—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ সত্যিই অস্তিত্বশীল হয়, তবে তারা কোথায় অবস্থিত?
সমসাময়িক দর্শনে সময় সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়—

১. বর্তমানবাদ (Presentism): কেবল বর্তমানই অস্তিত্বশীল।
২. Growing Block Theory: অতীত ও বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ এখনও নয়।
৩. শাশ্বতবাদ (Eternalism): অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমভাবে অস্তিত্বশীল।

অগাস্টাইনের বক্তব্যে শাশ্বতবাদীদের মত আংশিকভাবে সমর্থনযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও তাঁর মূল বিশ্লেষণ মানবচেতনার প্রেক্ষিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি বলছেন প্রকৃতপক্ষে যদি ভবিষ্যৎ ও অতীত অস্তিত্বশীল হয়, তাদের অবস্থান কোথায় রয়েছে?। যদি অতীত আর ভবিষ্যৎ সৎ বা বাস্তবে থাকে, তাহলে তারা কোথায়? তিনি বলছেন তারা অস্তিত্বহীন অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব নেই।

অতীতের সম্বন্ধে ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবৃতি:

আমরা যখন কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তার প্রতিচ্ছবি আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়। কিন্তু অতীত সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়; তাই অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত বা জোরালো দাবি করা কঠিন, কারণ সেটি বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে না। অতীতের ঘটনাগুলি যখন ঘটেছিল, তখন সেগুলি আত্মায় প্রতিচ্ছবি রূপে উপস্থিত হয়েছিল; বর্তমানে সেগুলি কেবল স্মৃতিরূপে টিকে আছে। ফলে অতীতের জ্ঞান মূলত স্মৃতিনির্ভর, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর নয়। ভবিষ্যৎ সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়; একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মানুষ যখন বলে 'আগামীকাল সূর্য উদিত হবে', তখন সে ভবিষ্যৎকে দেখছে না; বরং বর্তমানের কারণ ও লক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করছে।

অতএব, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কঠোর বা নিশ্চিত বক্তব্য দেওয়া যায় না, কারণ তা এখনও উপস্থিত হয়নি। আমরা বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ করি— যেমন প্রভাতের আলো— তার ওপর নির্ভর করেই ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস দিই। ফলে ভবিষ্যৎজ্ঞান মূলত বর্তমানের চিহ্ন ও কারণের ওপর নির্ভরশীল অনুমানমাত্র।

কাল কি গতি (Time is Motion)?

অগাস্টাইন প্রশ্ন তোলেন—কাল কি অপার্থিব বস্তুর (যেমন- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র) গতির সমান? অনেকেই মনে করেন, এই আকাশীয় বস্তুর গতি দিয়েই আমরা সময় পরিমাপ করি। কিন্তু অগাস্টিন বলেন, বস্তুর গতি থেমে গেলেও সময় থেমে যায় না। বস্তুর চলন ও স্থিতি— উভয়ই কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এবং আমরা সেই সময়-দূরত্ব পরিমাপ করি। অতএব, কাল বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও তার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এমনকি কোনো মানুষ না থাকলেও কাল তার নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হবে। সেন্ট অগাস্টাইন-এর বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, কাল ঈশ্বরসৃষ্ট এবং চিরন্তন নয়; মানুষের অস্তিত্বের পূর্বেই এর সূচনা হয়েছে। কাল মানুষের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র— অর্থাৎ মানুষ না থাকলেও সময় তার নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হবে। তবে সময়কে আমরা যেভাবে উপলব্ধি ও পরিমাপ করি, তা মনের মধ্যস্থ। আমরা অতীতকে স্মৃতির প্রতিচ্ছবি অনুসরণ করে জানি; বস্তু নিজে কথা বলে না, বরং আমাদের আত্মায় সংরক্ষিত ছাপের মাধ্যমেই আমরা তার বিবরণ দিই। সময় পরিমাপ করতে গিয়েও আমরা আসলে মনের ভেতরের এই প্রতিচ্ছবিগুলিকেই মাপি। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন গান গাইতে প্রস্তুত হয়, পুরো গানটি আগে থেকেই তার মনে উপস্থিত থাকে; গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বর্তমান থেকে অতীতে সরে যায়। এই প্রক্রিয়াতেই কালের অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। যাহোক,

- যে অংশটি সম্পন্ন হয়েছে তা স্মৃতিতে একটি ছাপ হিসাবে 'সম্পাদনা' করবে।
- আমাদের প্রত্যাশায় যে অংশটি আসছে সেটির 'অস্তিত্ব' এখনো সম্পন্ন হয়নি।
- ব্যক্তির মনোযোগ সর্বদা উপস্থিত থাকবে গানের সেই সময়কালবিহীন অংশের দিকে।

Book XI-এর একটি ব্যাখ্যায়, মরিসনের মতে, অগাস্টিন The Confessions গ্রন্থে "সময়কে মানুষের আত্মা বা চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। অর্থাৎ সময় মানুষের আত্মার সঙ্গে যুক্ত; তাই আত্মা বা মানবচেতনা ছাড়া সময়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না"। যদি মানুষ না থাকত, তবে সময়ও থাকত না, কারণ সময় উপলব্ধি করতে মানবচেতনার ভূমিকা অপরিহার্য। মরিসন আরও বলেন যে স্মৃতি (memory) সময় উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা মূলত স্মৃতির সাহায্যে সময়কে পরিমাপ করি। অগাস্টিন বলেন, আমরা অতীত ঘটনাগুলিকে সরাসরি পরিমাপ করি না; বরং আমাদের স্মৃতিতে যে চিহ্ন বা ধারণা রয়েগেছে, সেটাকেই পরিমাপ করি।

এ কারণে বলা যায়—

- অতীত আমাদের স্মৃতিতে থাকে,
- ভবিষ্যৎ আমাদের মনের প্রত্যাশায় থাকে,
- এবং বর্তমানও মানুষের চেতনার মধ্যে উপলব্ধ হয়।

পরিশেষে, অগাস্টাইন তাঁর On Genesis এবং Confessions গ্রন্থে সময়ের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে সময়ের দুটি ধারণা উপস্থাপন করেন।

প্রথমত, On Genesis এবং Confessions-এ অগাস্টিন বলেন যে সময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই অর্থে সময় মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগেও সময়ের অস্তিত্ব ছিল। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সময়কে objective (বস্তুনিষ্ঠ) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, Confessions-এ অগাস্টিন সময়ের একটি psychological বা subjective ধারণাও উপস্থাপন করেন। এখানে সময় মানুষের মন, স্মৃতি ও চেতনার সাথে সম্পর্কিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর মতে, কাল মানুষের চেতনার উপর নির্ভরশীল; চেতনা না থাকলে কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের মনই অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ এই ত্রিধা বিন্যাসের প্রকাশক। আমরা যখন অতীতকে পরিমাপ করি, তখন আসলে স্মৃতিতে সংরক্ষিত অতীতকেই পরিমাপ করি। একইভাবে, ভবিষ্যৎ থাকে প্রত্যাশারূপে এবং বর্তমান থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে— সবই মনের মধ্যে অবস্থান করে। তবে কালের এই তিন বিভাজনের কোনটি প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বশীল— এ প্রশ্নে দার্শনিক মহলে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে, এবং এর যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজও রয়ে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Aristotle. *A New Aristotle Reader*. Edited by J. L. Ackrill, Princeton University Press, 1987.
2. Augustine of Hippo. *The Confessions*. Edited by Michael P. Foley, Hackett Publishing Company, 2006.
3. Augustine of Hippo. *On Genesis*. Edited by John E. Rotelle, New City Press, 2002.
4. Akhlaghi, A.. *Time in Augustine's Thought*. M.A. Thesis, University of Tehran, 1995.
5. Aristotle. *Physics (Normal Hearing)*. Translated by Mehdi Farshad, Amir Kabir Publication, 1984.
6. Chadwick, Henry. *Augustine: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2001.
7. Ilkhani, Mohammad. *The History of Medieval Philosophy and Renaissance*. Samt Publication, 2003.
8. Mojtahedi, Karim. *Philosophy in the Middle Ages*. Amir Kabir Publication, 2000.
9. Morison, John L.. "Augustine's Two Theories of Time." *New Scholasticism*, vol. 45, 1971, pp. 600–610.
10. *Nasr, Seyyed Hossein*. "*The Article of Sadr Shirazi.*" History of Philosophy in Islam, *1986.*
11. *Wiener, Charl.* Greek Wisdom. *Translated by Bozorg Naderzad, Scientific and Cultural Publication, 2004.*